দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

হলগুলিতে সশস্ত্র বহিরাগতদের অবস্থান ও দৌরাত্ম্য অব্যাহত

আনোয়ার আলদীন ॥ সন্ত্রাস নির্মূল ও বহিরাগত অছাত্র বিতাড়নের লক্ষ্যে গত ১লা জুন হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্রাবাসের প্রবেশ গেটে সার্বক্ষণিক পুলিশ মোতায়েন করা হইলেও কার্যতঃ উহার কোন সুফল পাওয়া যাইতেছে না। হলে ছাত্রদের প্রবেশকালে পরিচয়পত্র চেক করার ক্ষেত্রে পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করিতেছে। ফলে বহিরাগত অছাত্ররা হলগুলিতে পূর্বের মতই সশস্ত্র অবস্থান ও দৌরাত্ম্য অব্যাহত রাখিয়াছে। ১১টি হলের প্রতিটির গেটে ১২/১৩ জন করিয়া পুলিশ 'সাক্ষী গোপালের' ন্যায় বসিয়া অলস সময় কাটাইতেছে। একই

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

হলগুলিতে

(১ম পৃঃ পর)

সঙ্গে গত ১লা জুন প্রভোষ্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক সভায় হলগুলির গেটে পুলিশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হলের একজন করিয়া আবাসিক শিক্ষক দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত হইলেও উহাও বাস্তবায়িত হয় নাই। দায়িত্বপ্রাপ্ত আবাসিক শিক্ষকদের প্রতিরাতে হলে আসিয়া ছাত্রদের হাজিরা নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হইতেছে না। যুর্যসেন হলের কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করিয়াছে, এই হলে ১২ জন আবাসিক শিক্ষক থাকিলেও তাহারা সপ্তাহে একদিনও নিয়মিত হলে যান না।

উল্লেখ্য, গত ১৩ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

হলগুলিতে

(শেষ পৃঃ পর)

রহমান হলে সংঘটিত ছাত্রদল নেতা তাজ হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে গঠিত "ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তদন্ত কমিটি"র রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট হলগুলিতে পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী বলেন, হলগুলিতে পুলিশ মোতায়েন যতটুকু কার্যকর হইবে ভাবিয়াছিলাম তাহা হইতেছে না। তবে অচিরেই কার্যকরের উদ্যোগ নেওয়া হইবে। ভিসি বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।